রূহের খোরাক

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ﵀

জুবায়ের মহিউদ্দীন
অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

১৫ অনুবাদকের কথা

১৯ একটি প্রশ্নের উত্তরে...

২০ প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক রয়েছে

২১ অজ্ঞতার প্রতিকার

২২ কুরআনে শিফা বা আরোগ্যের আলোচনা

২৫ দুআ অকল্যাণ বিদূরিত করে

২৬ উদাসীন ব্যক্তির দুআ

২৬ হারাম : দুআ কবুলের অন্তরায়

২৮ দুআ সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ

২৮ বিপদ-আপদ-প্রতিরোধে দুআর কয়েকটি স্তর

৩০ দুআর মধ্যে কাকুতি-মিনতি করা

৩১ দুআর প্রতিবন্ধকতা

৩২ দুআ কবুলের সময়

৩৪ হাদীসে বর্ণিত দুআ

৪২ দুআ কবুলের ক্ষেত্রসমূহ

৪৩ দুআ কবুলের শর্ত

৪৫ দুআ ও ভাগ্যলিপি

৪৭ দুআ সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম

৪৮ দুআর মাধ্যমে উমর ইবনুল খাত্তাবের সাহায্য-প্রার্থনা

৫০ যেমন কর্ম তেমন ফল
৫৩ মানুষের কর্মফল-ভোগের ব্যাপারে ইতিহাসের সাক্ষ্য
৫৪ নফসের ধোঁকা
৫৪ ক্ষমাপ্রার্থনার আশায় মানুষ প্রবঞ্চনার শিকার হয়
৫৮ নেক ও সৎলোকদের প্রতি অন্ধভক্তি
৫৮ আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারেও তারা ধোঁকার মধ্যে থাকে
৫৯ কুরআন-সুন্নাহ্র মর্মার্থ অনুধাবনে ভ্রান্তির শিকার হওয়া
৬১ আল্লাহ্র প্রতি সুধারণায় ভ্রান্তির শিকার হওয়া
৬৪ সুধারণাও এক ধরনের নেক আমল
৬৫ সত্যিকারের সুধারণা বনাম নফসের ধোঁকা
৬৬ ক্ষমাপ্রাপ্তির ভরসায় আল্লাহ্'র আদেশ-নিষেধকে অমান্য করা
৬৭ সুধারণা নাকি ধোঁকা?
৬৯ মুমিনের আশা
৭১ সাহাবীদের অন্তরে আল্লাহ্ভীতি
৭৬ দুনিয়ার ধোঁকা
৭৭ নগদ-বাকির হিসাব
৭৮ আরেকটি অথর্ব চিন্তা
৭৮ আল্লাহ্র ওয়াদা ও ভয়ভীতির প্রতি সন্দেহ-পোষণ
৮০ একজন মুমিনের শরীয়ত-প্রতিপালনে অবহেলার কারণ
৮১ গুনাহের ক্ষতি
৮২ ইতিহাসের সাক্ষ্য
৮৫ নবীজি ও সাহাবীদের সতর্কবাণী
৯০ অসৎ কাজে বাধাপ্রদান
৯২ গুনাহের সামাজিক প্রভাব

৯৬ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা-প্রদান
৯৬ কোনো গুনাহকেই হালকা বা তুচ্ছ মনে করতে নেই
৯৮ গুনাহের তাৎক্ষণিক ও দূরবর্তী প্রভাব
৯৯ গুনাহের পরিণতি
১০৫ গুনাহের পরম্পরা দীর্ঘ হতে থাকে
১০৭ গুনাহ নেককাজের আগ্রহ শেষ করে দেয়
১০৭ গুনাহ করতে ভালো লাগতে থাকে
১০৯ গুনাহ অতীতে আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কর্মের সিলসিলা
১১০ গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত
১১০ অনুতাপ ও অনুশোচনাবোধ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া
১১১ গুনাহের অশুভ প্রতিক্রিয়া
১১১ গুনাহ মানুষকে লাঞ্ছিত করে
১১২ গুনাহের কারণে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়
১১৩ গুনাহ মানুষের অন্তরকে নির্বিকার করে তোলে
১১৪ গুনাহ বান্দাকে নবীজির অভিশাপের পাত্র বানায়
১১৬ গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তাআলার কাছেও অভিশপ্ত বানায়
১১৭ গুনাহ মুমিনকে রাসূলের দুআ থেকে বঞ্চিত করে
১১৮ পাপাচারী ব্যক্তির শাস্তি ও নবীজির একটি স্বপ্ন
১২১ গুনাহ পৃথিবীতে ফাসাদ বাড়ায়
১২২ আল্লাহর নাফরমানি আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে দেয়
১২৩ আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্ব
১২৬ আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষকে লজ্জাহীন করে দেয়
১২৭ গুনাহ অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় ও শ্রদ্ধাকে দুর্বল করে দেয়
১২৯ গুনাহ মানুষকে আল্লাহভোলা করে দেয়

১৩০ গুনাহের কারণে সদ্ব্যবহারের অভ্যাস থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়
১৩২ গুনাহগার অসংখ্য সওয়াব ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়
১৩৬ আল্লাহর নাফরমানি অন্তরকে দুর্বল করে দেয়
১৩৭ গুনাহ্ আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতকে দূরে সরিয়ে দেয়
১৪০ অন্তরভীতির অন্যতম কারণ আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা
১৪১ আল্লাহর অবাধ্যতা অন্তরে দুঃসহনীয় একাকিত্বের জন্ম দেয়
১৪২ গুনাহ্ মানুষের অন্তরকে 'অসুস্থ' করে তোলে
১৪৪ আল্লাহবিমুখতার দুনিয়াবি পেরেশানি
১৪৪ বারযাখ জগতের অবস্থা
১৪৪ আখিরাতের চিরস্থায়ী জগত
১৪৬ গুনাহ্ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট করে
১৪৭ গুনাহ্ বান্দাকে সমাজের চোখে খাটো করে রাখে
১৪৯ গুনাহগার ব্যক্তি শয়তানের শিকলে বন্দী
১৫০ মানবাত্মার ধ্বংসকর চার উপাদান
১৫১ গুনাহ্ মানুষের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়
১৫২ গুনাহ্ মানুষকে নিন্দিত করে তোলে
১৫৪ গুনাহ্ মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে
১৫৬ গুনাহ্ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক নষ্ট করে
১৫৮ গুনাহ্ মানব-জীবনের বারাকাহ্ নিঃশেষ করে দেয়
১৬২ গুনাহগার ব্যক্তি নীচুস্তরের জীবন যাপন করে
১৬৪ গুনাহগার ব্যক্তির প্রতি অন্যরা স্পর্ধা প্রদর্শন করে
১৬৫ গুনাহ্ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে
১৭১ গুনাহ্ মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দেয়
১৭৭ গুনাহ্ মানুষের গোপন শত্রু

১৮০ গুনাহ্ বান্দাকে আত্মবিস্মৃত করে
১৮৬ গুনাহ্ মানুষকে আল্লাহ্র নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে
১৮৬ গুনাহ্ বান্দা ও ফিরিশতাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে
১৯১ গুনাহ্ মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে
১৯২ গুনাহ্গার বান্দাকে আইনানুগ শাস্তিপ্রদানের রহস্য
১৯৪ পাপাচারের সাজা ও দণ্ডবিধির প্রকার
১৯৬ শাস্তি বিবেচনায় গুনাহ্র প্রকার
১৯৬ যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি
১৯৯ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি
১৯৯ সরাসরি কুদরতি শাস্তি
২০০ গুনাহ্গার বান্দার শরীরে কুদরতী শাস্তির প্রভাব
২০২ হৃদয়ে গুনাহ্র প্রভাব
২০৮ মুমিন বান্দার জন্য আত্মার প্রশান্তি ও পার্থিব সুখ
২১০ সংশয় নিরসন
২১২ সিরাতুন্ন মুস্তাকীম
২১৩ ক্ষতি ও স্তর বিবেচনায় গুনাহ্র প্রকার
২১৪ গুনাহ্র আরেকটি প্রকার
২১৪ শিরক দুই প্রকার
২১৫ শয়তানি স্বভাবের গুনাহ্
২১৫ হিংস্র স্বভাবের গুনাহ্
২১৬ পাশবিক স্বভাবের গুনাহ্
২১৬ সগীরা ও কবীরা গুনাহ্
২১৮ যেসব আমলে গুনাহ্ মোচন হয়, তা তিন ধরনের
২১৯ কবীরা গুনাহ্র সংখ্যা

২২৩ বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য
২২৬ শিরক : সবচেয়ে বড় গুনাহ্
২২৭ একটি সংশয়
২২৭ সংশয়ের নিষ্পত্তি
২২৮ শিরক দুই প্রকার
২৩০ অগ্নি-পূজারি ও কাদরিয়াদের শিরক
২৩১ ইবাদাত এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে শিরক
২৩৩ ইবাদাতের শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপায়
২৩৬ কথা ও কর্মের শিরক
২৩৯ কথার শিরক
২৪১ ইচ্ছা এবং নিয়তের মধ্যে আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক
২৪২ শিরকের মূলকথা
২৪৮ আল্লাহ্র প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কবীরা গুনাহ্
২৫৯ শিরক ও অহংকার
২৬০ আল্লাহ্র সিফাত ও আহকামের ওপর কথা বলার আদব
২৬১ মানবহত্যা ও জুলুম-নির্যাতন
২৬৪ একটি হত্যাকাণ্ড তিন ধরনের হক নষ্ট করে–
২৬৫ একজন মানুষ হত্যা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য
২৭২ ব্যভিচারের ক্ষতি
২৭৫ দৃষ্টির গুনাহ্
২৮০ চিন্তা-ভাবনার গুনাহ্
২৮১ মানুষের হৃদয়ে চার প্রকার ভাবনা সৃষ্টি হয়ে থাকে–
২৮২ যেসকল ভাবনা আল্লাহ্র জন্য হয়, তা পাঁচ প্রকার–
২৮৪ জিহ্বার গুনাহ্

২৯০ জিহ্বার দুইটি বড় বিপদ
২৯৩ দুই পায়ের গুনাহ্
২৯৪ অশ্লীল কাজকে হারাম মনে করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক
২৯৪ যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি
২৯৭ সমকামিতার শাস্তি
২৯৮ সমকামিতার অপরাধে হত্যার বিধান
৩০০ পশুকামিতার শাস্তি
৩০১ নারী সমকামিতা
৩০১ সমকামিতার চিকিৎসা
৩০২ রোগের সূচনা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়
৩০২ দৃষ্টিশক্তির নিরাপদ ও সঠিক ব্যবহারের উপকারিতা
৩০৭ ভালোবাসায় অংশীদার
৩০৮ দাসত্বের বিবরণ
৩১৬ প্রেমের সর্বশেষ স্তর
৩১৭ আল্লাহ্‌র প্রেমে কাউকে শরীক করা যাবে না
৩১৮ প্রেম বা মুহাব্বাতের প্রকারভেদ
৩২০ পরিপূর্ণ মুহাব্বত
৩২১ ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা
৩২১ সর্বোচ্চ প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া
৩২২ পরম উপকারী বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া
৩২২ প্রেমাস্পদের প্রকারভেদ
৩২৪ সকল কাজের মূলে ভালোবাসা
৩২৪ তাওহীদের কালিমা
৩২৫ কালিমার মূলমন্ত্র

৩২৭ নন্দিত প্রেম ও নিন্দিত প্রেম
৩২৯ পৃথিবী আবর্তিত হয় ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে
৩৩০ ভালোবাসা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য
৩৩২ ভালোবাসার চিহ্ন-সমূহ
৩৩৩ ভালোবাসাই সকল ধর্মের ভিত্তি
৩৩৩ একটি শাব্দিক বিশ্লেষণ
৩৩৪ মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি ভালোবাসা
৩৩৭ সমকামিতা সুলভ প্রেম
৩৩৮ শিরকযুক্ত প্রেমের আলামত
৩৩৮ শিরকযুক্ত প্রেমের প্রতিষেধক
৩৩৯ হারাম প্রেমের ক্ষতিকর দিক
৩৪০ ইশক বা ভালোবাসার স্তর
৩৪৫ উন্নত প্রেম
৩৪৮ প্রেম ও প্রেমাস্পদের পূর্ণতায় প্রেমে আসে পূর্ণ স্বাদ
৩৪৯ পরকালে আল্লাহ্‌কে দেখা প্রসঙ্গে
৩৫২ প্রসংশিত প্রেম
৩৫২ দাম্পত্য-জীবনের প্রেম
৩৫৬ নারী-প্রেমের প্রকার
৩৫৬ প্রেমকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রকারভেদ

একটি প্রশ্নের উত্তরে...

একজন মানুষ অন্তরের কোনো ব্যাধিতে এমনভাবে আক্রান্ত হয়েছে যে, সে টের পাচ্ছে–এ অবস্থা আর কিছুদিন চলতে থাকলে তার দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে। সে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে ঐ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে, কিন্তু দুরাশা বৈ কোনো সম্ভাবনার দিকে যেতে পারছে না। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

এই প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ﵀ বক্ষ্যমাণ কিতাবটি রচনা করেন।

প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক রয়েছে

- আবু হুরায়রা ﵁ সূত্রে সহীহ বুখারী'র বর্ণনা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

> *'আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ দেননি, যা থেকে পরিত্রাণের উপায় রাখেননি।'*[১]

- জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ সূত্রে সহীহ মুসলিমের বর্ণনা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

> *'প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। যখন সঠিক পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আরোগ্য লাভ হয়।'*[২]

- উসামা ইবনু শারিক ﵁ সূত্রে মুসনাদু আহমাদের বর্ণনা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

> *'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রোগের জন্যই আরোগ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। জ্ঞানীরা সে-ব্যাপারে জানে, আর মূর্খরা অজ্ঞই থেকে যায়।'*[৩]

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৬৭৮
[২] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২২০৪; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৪৫৯৭
[৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৮৪৫৬

- এ বিষয়ে অন্য আরেক হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ دَوَاءً، إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

> *'আল্লাহ তাআলা একটি রোগ ছাড়া বাকি সব রোগেরই ওষুধ রেখেছেন।' সাহাবায়ে কেরাম সেই রোগটির কথা জানতে চাইলে নবীজি বললেন, 'বার্ধক্য। আল্লাহ তাআলা বার্ধক্যের কোনো প্রতিষেধক দেননি।'*[১]

উল্লিখিত হাদীসসমূহে সকল ধরনের মানবিক (শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক) রোগ-ব্যাধি উদ্দেশ্য।

অজ্ঞতার প্রতিকার

নবী কারীম ﷺ অজ্ঞতাকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জ্ঞানী বা আলিম ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হতে হবে, তাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে অজ্ঞতাকে দূর করে করতে হবে।

সুনানু আবি দাউদে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ভাষ্যে একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেন, 'শীতকালে আমরা একটি সফরে ছিলাম। পাথরের আঘাতে আমাদের এক সফরসঙ্গীর মাথা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘটনাক্রমে ওই রাতে তাঁর স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। কিন্তু পবিত্রতা হাসিল করতে গোসল করাকে তিনি আঘাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করলেন। সফরসঙ্গীদের নিকট পরামর্শ চাইলেন—এই অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যাবে কি না। সঙ্গীরা তাৎক্ষণিক জানা-শোনা থেকে বললেন, "যেহেতু পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে, আর তুমিও পানি ব্যবহারে সক্ষম, তাই আমরা তোমার জন্য তায়াম্মুম করার কোনো অবকাশ দেখছি না।" এ কথা শুনে তিনি গোসল করে নিলেন। ফলে ক্ষতস্থান দিয়ে মাথার ভেতরে পানি ঢুকে যায় এবং তিনি মারা যান। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর নবীজির কাছে পৌঁছুলে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৮৮৩১; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৩৮৫৫

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ

> *"তার সঙ্গীরা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা যেহেতু জানত না, তাহলে কেন তারা জিজ্ঞেস করল না! অজ্ঞতা নামক ব্যাধির চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা। এই ব্যক্তির জন্য তো তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিল। অথবা মাথায় একটি ব্যান্ডেজ বেঁধে গোসল করলেও পারত, এমতাবস্থায় ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করে নিলেই হতো।"'*[১]

উল্লিখিত হাদীসে নবী কারীম ﷺ খুব স্পষ্টভাবেই একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে, অজ্ঞতা হলো এক ধরনের মানবব্যাধি। প্রশ্ন করাই এই ব্যাধির চিকিৎসা। আল্লাহ তাআলাও পবিত্র কালামুল্লাহকে বিশ্বাসীদের জন্য 'শিফা' বলে উল্লেখ করেছেন।

কুরআনে শিফা বা আরোগ্যের আলোচনা

আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

> *'যদি আমি এই কিতাবকে অনারব ভাষার কুরআন বানাতাম, তাহলে তারাই বলত যে, এর আয়াতসমূহকে কেন স্পষ্ট করা হলো না! কী আশ্চর্য! কুরআন অনারবী ভাষায় আর রাসূল হলেন আরবী ভাষার! হে নবী, আপনি তাদেরকে বলে দিন, এই কুরআন হলো ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও শিফা।'*[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৩৩৬

[২] সূরা হা-মীম সিজদাহ, আয়াত-ক্রম : ৪৪

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

> *'কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতের মধ্যে আমি মুমিনদের জন্য রহমত ও শিফা অবতীর্ণ করেছি।'*[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের একটি মৌলিক গুণ তুলে ধরেছেন। কুরআনুল কারীমের একটি মৌলিক গুণ হলো, তা মানবজাতির জন্য রহমত ও শিফা হিসেবে কাজ করবে। কুরআনুল কারীম হলো সকল অজ্ঞতা, সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমানতার কার্যকরী ওষুধ। মানবিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের চেয়ে অধিক ব্যাপ্ত, উপকারী, শক্তিশালী ও কার্যকরী কোনো ওষুধ অবতীর্ণ করেননি।

এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিবৃত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী একটি সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা আরবের একটি গ্রামে যাত্রাবিরতি দিয়ে স্থানীয়দের কাছে আতিথেয়তার আবেদন জানান। কিন্তু স্থানীয়রা তা প্রত্যাখান করে। ঘটনাক্রমে সে সময়ে গ্রামের সরদারকে বিষধর সাপ দংশন করে বসে। গ্রামবাসী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সরদারকে সাপের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এক লোক তখন পরামর্শ দেয়—"আমাদের গ্রামে আগত মুসাফিরদের কারো কাছে হয়তো বিষক্রিয়া বন্ধের কোনো চিকিৎসা থাকতে পারে। আমাদের উচিত মুসাফির কাফেলার শরণ নেওয়া।" গ্রামবাসী সাহাবীদের কাছে এসে তাদের সরদারের বিষয়টা অবহিত করে বলে, "আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও বিষের ক্রিয়া থামাতে পারিনি। আপনাদের কারো কাছে বিষক্রিয়া বন্ধের কোনো ওষুধ বা উপায় জানা থাকলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সরদারকে রক্ষা করুন!" তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি বিষক্রিয়া বন্ধের রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) জানি। কিন্তু তোমরা যেহেতু আমাদেরকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করোনি, তাই আমিও এখন আর বিনা পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে রুকইয়া করব না। রুকইয়ার বিনিময়ে আমাদেরকে একপাল মেষ দিতে হবে। গ্রামবাসী এই

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-ক্রম : ৮২

পারিশ্রমিকে রাজি হলে ওই সাহাবী সরদারের কাছে এসে সূরা ফাতিহা পড়ে পড়ে ফুঁ দিয়ে আল্লাহর কুদরতে বিষক্রিয়ার যন্ত্রণা থেকে তাকে রক্ষা করেন। সূরা ফাতিহার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে এমনভাবে সুস্থ করে দেন, যেন তার কোনো যন্ত্রণাই ছিল না। সে যেন কোনো বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েছে—এমন উদ্যম নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সরদারের রোগমুক্তিতে গ্রামবাসীরা সাহাবীদেরকে ওয়াদাকৃত বকরির পাল দিয়ে দেয়। তখন কাফেলার কেউ কেউ বলতে লাগলেন, "বকরির পাল আমাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হোক।" কিন্তু রুকইয়াকারী সাহাবী এতে অসম্মত হয়ে বললেন, "এই বকরির ব্যাপারে নবীজির সিদ্ধান্ত কী, জানতে হবে।" তাঁরা সফর শেষে নবীজির মজলিসে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। নবীজি বললেন, "চমৎকার কাজ করেছ, সূরা ফাতিহার রুকইয়া তোমরা কীভাবে জানলে! বকরিগুলো সকলে ভাগ করে নিতে পারো, আমার জন্যও একভাগ রেখো।"'[১]

উল্লিখিত ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সূরা ফাতিহার আরোগ্যশক্তি এতটাই কার্যকর যে, রোগীকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, সে কিছুক্ষণ আগেও সাপের বিষে আক্রান্ত ছিল। অথচ সূরা ফাতিহা হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল একটি সূরা। এ কথা বাস্তব যে, যদি কেউ সূরা ফাতিহাকে রুকইয়ার জন্য উত্তমভাবে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে সে অবশ্যই এর বিস্ময়কর প্রভাব দেখতে পাবে।

ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, আমি দীর্ঘকাল মক্কায় অবস্থান করেছি। এই সময়ে নানা ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি। মক্কায় চিকিৎসাব্যবস্থা সহজলভ্য না হওয়ায় এই সময়ে আমি নিজের অসুখের চিকিৎসা নিজেই করেছি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে। আলহামদুলিল্লাহ! সূরা ফাতিহার বিস্ময়কর শক্তি আমি দেখেছি! রোগ নিরাময়ের এক অলৌকিক শক্তি পেয়েছি এ সূরায়। লোকজন আমার কাছে অসুস্থতার কথা বললে সূরা ফাতিহার আমল বলে দিতাম। আলহামদুলিল্লাহ, তারা এ আমলের ওসীলায় দ্রুততর সময়ে উপকৃত হতো।

একটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত : কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত এসব দুআ অবশ্যই

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৭৪৯; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৭২৭; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৩৯০০; তিরিমিযী, হাদীস-ক্রম : ২০৬৩

রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। তবে এক্ষেত্রে রোগের ধরন, রোগী, ফুঁ-দানকারীর আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা, দুআর উপর অগাধ বিশ্বাস—ইত্যাদি বেশকিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব রাখে। যা আমরা স্বাভাবিক ওষুধ-পথ্যেও দেখতে পাই। সঠিক ওষুধ প্রয়োগের পরও রোগের ধরন বা রোগীর শারীরিক অবস্থা—ইত্যাদির উপর রোগীর সুস্থতার গতিপ্রকৃতি নির্ভর করে। একইভাবে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধি, ব্যক্তিজীবনের আনুষঙ্গিক নানা বিষয় কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন দুআর মাধ্যমে নিরাময় ও প্রভাবিত হয়। তাই তার অন্তরের অবস্থা, পঠিত দুআর প্রতি তার বিশ্বাস-ভক্তি, তাওয়াক্কুল, ফুঁ-দানকারীর প্রতি তার তীব্র আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি নানা বিষয় এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দুআ অকল্যাণ বিদূরিত করে

অপছন্দনীয় বিষয়কে পাশ কাটিয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনে দুআ হলো অন্যতম একটি কার্যকরী অবলম্বন। দুআকে পুঁজি করে মানুষ সহজেই অর্জন করে নিতে পারে তার উদ্দেশ্য। তবে উদ্দেশ্য অর্জনে দুআর কার্যকারিতা একেকসময় একেকরকম হতে পারে।

হয়তো দুর্বলভাবে কোনো রকমে দায়সারাভাবে দুআ করা হয় কিংবা দুআর মাধ্যমে যেই জিনিসের প্রার্থনা করা হচ্ছে তা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।

আবার কখনো প্রার্থনাকারীর অন্তরের দুর্বলতা, দুআর সময়ে অন্তরে পূর্ণ আল্লাহমুখিতা না থাকা কিংবা অন্তরের পূর্ণ মনোযোগকে আল্লাহর দরবারে আবদ্ধ রাখতে না পারাও দুআ কবুল না হওয়ার অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে দুআ হয়ে যায় ঢিলেঢালা একটি ধনুকের মতো। এই ধনুক থেকে ছোড়া তির ধীর গতির হয়।

আবার কখনো দুআ কবুলের জন্য এমন কোনো প্রতিবন্ধক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যা অনুভব করা যায় না কিন্তু দুআ কবুল হওয়ার শর্ত এতে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন—হারাম খাদ্যগ্রহণ, অন্তর কোনো গুনাহে লিপ্ত আছে; কিংবা গাফলত, অপরাধপ্রবণতা যদি অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাহলেও আল্লাহর

দরবারে দুআ কবুল হতে বাধাগ্রস্ত হয়।

উদাসীন ব্যক্তির দুআ

আবু হুরায়রা ﵁ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

> *'তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট এমনভাবে দুআ করো যেন তোমাদের অন্তরে দুআ কবুলের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা কোনো গাফেল-বেখেয়াল অন্তরের দুআ কবুল করেন না।'*[১]

হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতির দুআ হলো মানব-ব্যাধিকে দূর করার উপকারী পথ্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে অন্তরের উদাসীনতা এই দুআর কার্যকারিতাকে দুর্বল করে ফেলে।

হারাম : দুআ কবুলের অন্তরায়

- হারাম খাদ্যগ্রহণও দুআর আধ্যাত্মিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

আবু হুরায়রা ﵁ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরকেও তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

> *"হে আমার রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাবার গ্রহণ করুন এবং সৎকাজ*

[১] তিরমিযী, হাদীসক্রম : ৩৪৭৯

> *করতে থাকুন। নিশ্চয়ই আমি আপনাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারে সম্যক অবগত।"*[১]

'আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

> *"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে-রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা হালাল খাদ্য গ্রহণ করো।"'*[২]

এরপর নবীজি ﷺ বলেন, 'কোনো কোনো লোক সফর করতে করতে উষ্কখুষ্ক চুলে ধুলিমলিন অবস্থায় আকাশ পানে দুই হাত উঠিয়ে দুআ করতে থাকে—"হে আমার রব! আমার প্রতিপালক!" অথচ তার পোষাক হারাম, খাবার-দাবার হারাম! হারাম খাদ্যেই তার শরীরের গঠিত হয়েছে! এই ব্যক্তির দুআ কীভাবে কবুল হবে!' [৩]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ রচিত কিতাবুয যুহদে তাঁর সন্তানের ভাষ্যে একটি ঘটনা বিবৃত আছে। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একবার বড় ধরনের দুর্যোগ নেমে আসে। ফলে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তারা শহরের বাইরে এসে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা তাদের নবীদের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন—'হে নবী! আপনি তাদেরকে আমার এই পয়গাম জানিয়ে দিন, হে লোক সকল! তোমরা নাপাক শরীরে শহরের বাইরের ময়দানে এসে আজ আমার সামনে একত্রিত হয়েছ! যেই হাত তোমরা অন্যায়ভাবে রক্তে রঞ্জিত করেছ সেই হাত আজ তোমরা আমার দরবারে পেতে দিয়েছ! এই হাত দিয়েই তো তোমরা তোমাদের ঘরকে হারাম উপার্জনে ভরপুর করেছ! আর আজ যখন আমার জাগতিক আযাব তোমাদের উপর আসন্ন হয়ে উঠেছে তখন তোমরা আমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছ! আজ তোমরা আমার দরবার থেকে শুধু বিতাড়িতই হবে।' [৪]

---

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত-ক্রম : ৫১
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৭২
[৩] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১০১৫
[৪] শুআবুল ঈমান, বাইহাকী—৩/৩৪৯